NOV. 30 2001

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা — ৮ কলাম ... ৭ ......

সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ

পাইওনিয়ার ডেন্টাল কলেজে চলছে নানা অনিয়ম-দুর্নীতি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ পাইওনিয়ার ডেন্টাল কলেজ পরিচালনা কমিটির বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে উন্নয়নের নামে মোটা অংকের টাকা নেয়া হয় কিন্তু উন্নয়ন করা হয় না। লেখাপড়ার মান একেবারে নিম্নমানের। ইন্টার্নি ডাক্তারদের বেতন দেয়া হয় না। ভর্তির জন্য নির্ধারিত কোন ফি নেই। যার কাছ থেকে যেমন পারা যায় টাকা নিয়ে ভর্তি করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন আইন মানা হয় না।

গতকাল বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে কলেজের ইন্টার্নি ডাক্তার ও সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা এক সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ করেছেন।

দীর্ঘদিন ধরে কলেজ পরিচালনা কমিটি তাদের ইচ্ছামত কাজ করে আসছে। ছাত্র-ছাত্রীদের সুযোগ সুবিধার দিকে কর্ণপাত না করে তাদের ইচ্ছামত কলেজ পরিচালনা করছে। ডাক্তারি পড়তে যে ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজন তার কিছুই নেই। সাতটি ব্যাচের জন্য মাত্র দুটি ক্লাস রুম। ক্লাসে সবার জন্য আলাদা আলাদা চেয়ারের ব্যবস্থা নেই। এছাড়া পড়াশুনার মানও খুবই খারাপ। অথচ টাকা নেয়া হয় মোটা অংকের। ভর্তির সময় টাকা নেয়ার ক্ষেত্রে কোন নিয়ম মানা হয় না। কারও কাছ থেকে ২ লাখ, কারও কাছ থেকে ৩ লাখ, এমনকি কারও কাছ থেকে ৫ লাখ টাকাও নেয়া হয়ে থাকে।

সংবাদ সম্মেলনে সাখাওয়াত হোসেন, মো. কামরুল ইসলাম, মো. রশীদ, জিয়াউর রহমান ও মঞ্জুরুল ইসরালসহ উপস্থিত ছিলেন। তারা পরিচালনা কমিটির ডা. রকিবুল হোসেন রুমি, ডা. সফিকুর রহমান ও ডা. জাহাঙ্গীর কবিরকে অবিলম্বে অপসারণ ও কলেজ খুলে দেয়াসহ ২৫ দফা দাবি জানিয়েছেন। ইন্টার্নি ডাক্তারদের সম্মানী ভাতা, উন্নয়ন ফি বাবদ ফেরতযোগ্য ১০ হাজার টাকা সার্টিফিকেটের সাথে ফেরত দেয়া ১০ তারিখের পরে বেতনের সাথে প্রতিদিন ১০ টাকা জরিমানার পরিবর্তে প্রতি মাসে ১০ টাকা হারে জরিমানা নির্ধারণ, ল্যাবরেটরি সুবিধা, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী ফি নেয়াসহ বিভিন্ন দাবি পেশ করেছেন কলেজের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী।

এ দাবিতে তারা প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করেন। দাবি দাওয়া পূরণ না হলে ভবিষ্যতে নানা কর্মসূচি দেয়া হবে বলে তারা জানান।

২৫